যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০১৭
target@ কেরিয়ার
৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

কোনও পরিস্থিতিতেই হার মানলে চলবে না

প্রত্যেকের জীবনে দরকার একটা টার্নিং পয়েন্ট। যেখান থেকে জীবনে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। টার্নিং পয়েন্ট হল আপনার জীবনের সেই মন্ত্র, যা আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আপনি বুঝতে পারবেন আপনার জীবনে ঠিক কী করা উচিত।

আরেকটু পরিষ্কার করে বললে বোঝা যায়, অনেক সময়ে আমাদের এমন কোনও কাজ দিয়ে জীবন শুরু করতে হয়, যা করতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ে হীনমন্যতায় ভুগি। অনেক সময় আপনি যে ধরনের কাজ চাইছেন কেরিয়ারের শুরুর দিকে সেই ধরনের কাজ নাও পেতে পারেন। এরজন্য ভেঙে পড়লে চলবে না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কাজটা করা প্রয়োজন। আপনি যা চাইছেন সেই কাজের বদলে অন্য কাজ পেলে সেই কাজটা ভালো নয়, এই রকম ভাবার কোনও কারণ নেই। জীবনে ছোট বলে কোনও কাজ হয় না, সব কাজ থেকেই আমরা জীবনে কিছু না কিছু শিখি, যা আমাদের পরবর্তীতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অনেক সময়ে আমরা দেখি আপনি যাঁর অধীনে কাজ করছেন তাঁর বয়স আপনার থেকে কম, তখন মনের মধ্যে একটি আলাদা দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যে, আমার থেকে বয়সে কোনও ছোট মানুষের কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে, বা তাঁর কর্তৃত্ব আমাকে মানতে হবে, কিন্তু এই ধরনের নেগেটিভ মনোভাব নিজের কেরিয়ারে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনও মানে নেই। মনোভাব এটাই রাখা উচিত যে, আপনার বস যদি আপনার থেকে বয়সে ছোট হন, তাও তাঁর কাছ থেকে আপনি কিছু শিখতে পারছেন। বড় হতে গেলে এই জিনিসটাই দরকার।

কেরিয়ারের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত একটা জিনিসকে মাথায় রাখুন— চাকরি পেয়ে গেছেন মানে সব কিছু শেষ, শুধু মাসের শেষে বেতন নেব আর বাড়ি যাব এই রকম কিছু নয়, বরং নিজেকে তৈরি করুন। জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আপনার কিছু শেখার আছে এটা জানবেন। শেখার কোনও শেষ নেই। এই সহজ কথাটিকে বুঝে নিতে পারলে আপনি নিজের উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। কারণ এই শেখার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আপনার পরিশ্রম, আর লাগাতার প্রচেষ্টা। যা আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

লড়াই আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে

তুলবে। সাধারণ কাজের মধ্যে দিয়েই আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। যেমন বাড়ির কোনও কাজে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা, ব্যাংকের কাজ করা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা, গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস— এইগুলির মধ্যে দিয়েই আপনার মধ্যে নিজের প্রতি বিশ্বাস গড়ে উঠবে। যা আগামিদিনে আপনার চেহারার মধ্যে ফুটে উঠবে।

হয়তো অনেক সময়ে মনে হতে পারে, যে লড়াই জারি রাখাটা খুব কঠিন, কিন্তু হতাশ না হয়ে লড়াইয়ের মনোভাব বজায় রাখা দরকার। যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন, হার মানলে চলবে না। এই মানসিকতা নিয়েই আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

এই মনোভাব আমাদের ইন্টারভিউয়ের শুরু থেকেই রাখা দরকার। এই রকম হতেই পারে যে আমরা প্রথম ইন্টারভিউতে এরপর দু'য়ের পাতায়

কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনে ব্যালান্স রাখুন

কেরিয়ারের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করা ভালো, কিন্তু তাই বলে উদয়াস্ত পরিশ্রম আপনার কাজের প্রতি অনীহা বা একঘেয়েমি বাড়াতে পারে। চাকরির ক্ষেত্রে কাজের নির্দিষ্ট সময় থাকে, তবে বাড়তি কাজের দায়িত্ব থাকলে অফিস ছুটির পরেও অনেক সময়ে আপনাকে অফিসে থাকতে হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয়

আপনি সব সময়ে অফিস নিয়ে মেতে থাকবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের পরিধিকে বাঁধা খুব মুশকিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে সময় দেওয়া উচিত। বেশিরভাগ মানুষই জীবনে কাজ আর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ব্যালান্স করতে না পারার জন্য সমস্যায় পড়েন। কাজ আর পরিবার দুটোই জরুরি, এই দুই দিকের মধ্যেই সমন্বয় সাধন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চাকরির ক্ষেত্রে আপনার নির্দিষ্ট কিছু কাজ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে ভালোবাসেন, সেখান থেকে কাজে ভুল হওয়ার সমস্যা দেখায় দেয়। কোনও কাজের ভালো ফল পেতে হলে সেই কাজের দায়িত্ব অন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া জরুরি, অর্থাৎ টিম ওয়ার্ক। এর ফলে কাজটি ভালো হয়, আর একার কাঁধে দায়িত্ব পড়ে না। সেই বিষয়টি নিয়ে আগেভাগেই পরিকল্পনা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অনেকে মনে করতেই পারেন, যত পরিশ্রম বেশি করব তত কেরিয়ারের দিক দিয়ে হয়তো উন্নতি খুব দ্রুত হবে, কিন্তু সেইরকম কিছু নয়। আপনাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটাই আপনি ভালোভাবে পালন করুন। তাহলে সেই কাজটির প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকবে, অচিরেই কাজটি আপনার একঘেয়েমির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। পরিবারের প্রতিও আপনার কর্তব্য আছে। সেটাও মাথায় রাখা উচিত।

নিজের মতো করে সময় কাটানোও একটি জরুরি বিষয়। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো ছাড়া, আপনার ভালোলাগার অন্যান্য বিষয় থাকতে পারে, যেমন সিনেমা দেখা, গল্পের বই পড়া, বাগানের এরপর চারের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- জিপমারে ৭৫ জন প্রোফেসর নিয়োগ
- লোকসভায় অফিসার পদে ২৮ জন নিয়োগ
- তিন বাহিনীতে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ
- এলাহাবাদ হাইকোর্টে ক্লার্ক নিয়োগ
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিয়োগ
- ৬৬০ মেডিক্যাল অফিসার নেবে সিআরপিএফ
- ৩১ টেকনিশিয়ান নিয়োগ
- ডাক বিভাগ ১৩ জন ড্রাইভার নিয়োগ করবে
- কমান্ড হাসপাতালে ৪২ কর্মী নিয়োগ
- ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ায় চাকরি
- এয়ারফোর্সে ট্রেনিং দিয়ে নিয়োগ
- রিমোট সেন্সিং ও জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমের কোর্স
- নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি
- ডাকযোগে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স
- জুট টেকনোলজির কোর্স
- স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপে পেশাদার কোর্স
- কৃষিবিজ্ঞানের কোর্স
- সিমেন্ট টেকনোলজির কোর্স
- প্যারামেডিক্যাল ডিগ্রি কোর্স
- সমাজসেবার কোর্স
- সৌরসরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের কোর্স

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

আপনার কাজের প্রধান শত্রু অলসতা

কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রধান শত্রু হল আপনার অলসতা। অফিসে কাজ করতে করতে কখনও মনে হয় যে থাক আর পারা যাচ্ছে না, একটু গড়িয়ে নিই বা দু'দণ্ড বাইরে থেকে ঘুরে আসি। বা আজ না হয় থাক, কাল এসে বাকিটা করা যাবে। এটা খুব অস্বাভাবিক নয়। শরীরের, মনের ক্লান্তি কাটাতে এরকম করার দরকারও আছে। কিন্তু যদি এটা ঘন ঘন হতে থাকে বা আধঘণ্টা যেতে না যেতেই মনে হতে থাকে যে মাথা কাজ করছে না বা আর পারা যাচ্ছে না তাহলেই মুশকিল। তাহলেই বুঝতে হবে আলসেমি মনে বাসা বেঁধেছে। মানে বলা হচ্ছে, মনই যখন এমন মনে হওয়ার উৎস তখন মনের অসুখও হতে পারে। এমনটা হলে কাজের সমূহ বিপদ। চা খাওয়ার, কারওর সাথে গল্প করার, ফোনে দুটো ভিডিও দেখার, চ্যাট করার সময় উৎসাহ পাওয়া যাবে, অথচ কাজ শেষ করতে গেলেই শরীরে ক্লান্তি নেমে আসবে।

আলসেমি মনে কামড় বসালে কাজের নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে। তাই শুরুতেই সচেতন হওয়া উচিত। না হলে অফিসে আপনি অযথা সকলের বিরক্তির পাত্র হবেন। কাজ দেখলেই আপনি অযথা নানা অছিলা তৈরি করবেন, দেরি করবেন আর নানা অজুহাত দাঁড় করাতে চাইবেন। কাজ এড়িয়ে যাওয়া আপনার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আপনার নানা অযৌক্তিক অজুহাতগুলো আপনার নিজের সত্যি বলেই মনে হবে, ফলে অন্যদের কাছে তা প্রমাণ করতে চাইবেন। হয়তো নিজেকে অসুস্থ মনে হবে, হয়তো কাজকে খুব কঠিন মনে হবে— এরকম অনেক কিছুই মনে হতে পারে। এমনটা হলে আপনার সত্যতা বা আপনার প্রতি নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে অফিসে সকলের মনে নানারকম দ্বন্দ্ব তৈরি হবেই।

যদি এমন হয় তবে নিজেকেই সতর্ক হতে হবে। গাফিলতি আর আলসেমি দোসর। এদের দুজনকেই মন থেকে তাড়াতে হবে। নিজেকে আরও কর্মঠ আর পরিশ্রমী হতে হবে। প্রয়োজনে মর্নিংওয়াক, যোগ ব্যায়াম, জিম এসবের সাহায্য নিন। এগুলি শরীরে পজিটিভ এনার্জি বাড়াতে সাহায্য করে, ফলে আলসেমি আপসেই দূর হবে। মনের জোর বাড়লে আলসেমি ভেতর থেকে চলে যায়। কথায় আছে, শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। তাই আলসেমি যদি মনে বাসা গেড়েই থাকে তাকে প্রশ্রয় না দিলেই অর্ধেক মুশকিল আসান। সঙ্গে তৈরি করতে হবে কাজের অভ্যেস। সারাদিন কাজের মধ্যে থাকা, কিছু না কিছু করা আপনার নেশার মতো হয়ে গেলে কাজে আনন্দ আসবেই। ক্লান্তি আসবে না।

তবে কিছু ক্ষেত্রে এত সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তখন সাহায্য নিতে হয় ডাক্তারের। সেই ডাক্তার অবশ্য মনেরও হতে পারেন, শরীরেরও হতে পারেন। অলসতা শরীরের কোনও সমস্যা থেকেও তৈরি হতে পারে। যেমন থাইরয়েডের সমস্যার একটা অন্যতম প্রধান উপসর্গ আলসেমি, কাজে অনীহা। তাই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আগে যাচাই করা উচিত শরীরে, মনে আপনার কী চলছে। তারপরে নিতে হবে সমস্যা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা। আর কাজের জায়গাতে শারীরিক সমস্যার কথা জানিয়ে রাখতে ভুলবেন না। এতে আপনি সহযোগিতা আর নিজেকে শুধরে নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবেন। আর অলসতা দূর করে কাজের ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে অফিসের এবং সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে কোনও বাধাই থাকবে না।

কোনও পরিস্থিতিতেই হার মানলে চলবে না

প্রথম পাতার পর

অকৃতকার্য হলাম। তার মানে এই নয় যে আমি হাল ছেড়ে দেব। ওই ইন্টারভিউ থেকেই আমি পরবর্তী পর্যায়ে চেষ্টা শুরু করব। একটা সময় আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব— এই বিশ্বাস নিয়ে আমাকে এগিয়ে চলতে হবে। আসলে চেষ্টার কোনও বিকল্প হয় না। চেষ্টা জারি থাকলে তার ফল একদিন পাবেনই। জীবনে সব কিছুকেই খুব ধৈর্য্য সহকারে মোকাবিলা করার সাহস রাখতে হবে।

ইন্টারভিউ দেওয়ার সময়ে প্রশ্নকর্তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। আপনার উত্তর দেওয়ার অভিব্যক্তির মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে। সেইসঙ্গে যেখানে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন সেই সংস্থা সম্পর্কে তথ্য নিজের কাছে রাখুন, তাহলে আপনারই আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। ভালো ইন্টারভিউয়ের জন্য একজন খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা দরকার। সেইসঙ্গে যতটা পারবেন সহজ ও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবেন।

সবশেষে বলব লড়াইটা জারি রাখুন, হার না মানা ধৈর্য্যের হাত ধরে সফলতা একদিন আসবেই।

কেরিয়ার গড়তে পড়াশোনা

দূরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে স্বপ্ন পূরণ করুন

চাকরি করতে করতে আপনি আপনার পড়াশোনা চালাতে পারেন, বা আপনার ইচ্ছেমতো অন্যান্য কোর্সগুলিও সেরে ফেলতে পারেন। শুধু তাই নয় এই ধরনের কোর্সগুলি আপনি বাড়িতে বসে বিনা ঝঞ্ঝাটেও করতে পারেন। বাড়িতে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে আপনি আপনার পড়াশোনা সেরে ফেলতে পারেন এবং সমস্ত সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। এরজন্য কলেজে যাওয়ার দরকার নেই। ঘরে বসেই আপনি আপনার পড়া শেষে পরীক্ষাও সম্পূর্ণ করতে পারেন। তবে ভর্তির জন্য ন্যূনতম নম্বর লাগবে। অনলাইন পড়াশোনার সুবিধের ফলে আপনার সময়ও বাঁচবে। পড়াশোনার জন্য যে সময়টা আপনাকে কলেজে গিয়ে দিতে হতো, এখন সেই সময়কেই আপনি অন্যভাবে কাজে লাগাতে পারেন। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও আপনি ম্যানেজমেন্ট কোর্সগুলিও এই অনলাইন বা দূরশিক্ষার মাধ্যমে করতে পারেন। এমনকী কোর্স মেটিরিয়ালও আপনি বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন। যত দিন যাচ্ছে ততই দূরশিক্ষার প্রসার বাড়ছে। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি এই শিক্ষাও উপযোগী হয়ে উঠছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। তাই চাকরির বাজারে রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা করা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছে দূরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করা পড়ুয়ারাও।

এই কোর্স করতে হলে যেখান থেকে আপনি এই দূরবর্তী শিক্ষা নেবেন তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। ভর্তির ফর্ম ফিলআপ করার পর আপনাকে স্টাডি মেটেরিয়াল দেওয়া হবে। তবে ক্লাসে প্রতিদিন হাজিরার বিষয়টি না থাকলেও মাঝেমধ্যে একদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকলে ভালো হয়। আর এর সুবিধাগুলি হল রেগুলার কোর্সে যারা পড়াশোনা করছে তাদের সঙ্গে আপনিও একই তারিখে পরীক্ষায় বসতে পারেন, আবার কখনও তারিখের হেরফের হতে পারে। যদিও এরকম খুব কমই হয়। পাশাপাশি রেগুলার কোর্সে আপনাকে যেমন সাজেশন তৈরি করতে হয়, এখানে এই ধরনের কোনও সমস্যা নেই, পরীক্ষার জন্য কেমন ধরনের প্রশ্নপত্র আসবে তার জন্য আপনি স্যাম্পল পেপারও পেয়ে যাবেন। এছাড়াও রেগুলার পরীক্ষার্থীরা যেমন কোনও সমস্যায় পড়লে শিক্ষকদের পরামর্শ পেয়ে থাকেন, এখানে আপনিও পরীক্ষার আগে গিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ পেতে পারেন।

বর্তমানে ছেলে-মেয়েরা খুব অল্প বয়স থেকেই তাদের চাকরি জীবন শুরু করে দিচ্ছে। ফলে তারা চাকরির সঙ্গে সঙ্গে এই দূরবর্তী শিক্ষার সুবিধা গ্রহণ করছেন। এরফলে তাদের চাকরি আর ডিগ্রি বাড়ানোর সুযোগ দুই-ই বজায় থাকছে। প্রথাগত শিক্ষাও দূরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে সমাপ্ত করতে পারছে তারা। ফলে একদিকে নিজের চাকরিতে অভিজ্ঞতা লাভের পাশাপাশি পড়াশোনাও চালাতে পারছে তারা, পাশাপাশি প্রয়োজনে কেউ চাইলে অন্যান্য কোর্সগুলিও তারা এই চাকরির মাধ্যমে সমাপ্ত করতে পারছে। যেসকল পড়ুয়া আর্থিকভাবে দুর্বল তাঁরা এই কোর্সের মাধ্যমে তাদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে পারছেন। ফলে আগে যে ধরনের কথা চিন্তাভাবনা করা যেত না, এখন এরকম অনেক কিছুই চিন্তাভাবনা করা এবং তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে। এখন সব কিছুই আপনার ঘরের দোরগোড়ায় রয়েছে। ঘরে বসে বিদেশে কোনও কোর্স করার ইচ্ছে থাকলে সেই স্বপ্নও আপনি পূরণ করতে পারছেন। আবার অনেক সময় পরীক্ষায় নির্দিষ্ট নম্বর না থাকার ফলে অনেকেই উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থাকলেও তা থেকে বঞ্চিত হতেন, এখন দূরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে আপনার সেই সাধ মেটানো সম্ভব হয়েছে। তবে দূরবর্তী শিক্ষার জন্য আপনার ন্যূনতম যোগ্যতা দরকার। শুধু একটু চোখ-কান খোলা রেখে এগোনো দরকার। সুযোগ আপনার চারপাশেই রয়েছে। সেই সুযোগকে আপনি কীভাবে নেবেন সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। শুধু সুযোগ নিলেই হল না, সেই সুযোগের যাতে আপনি সদ্ব্যবহার করতে পারেন সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় পড়ার সুযোগ রয়েছে। প্রথাগত বিষয় ছাড়াও ম্যানেজমেন্ট কোর্স, এমসিএ, এমবিএ ইত্যাদি কোর্সগুলিও আপনি দূরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে করতে পারবেন। তবে যেহেতু আপনাকে স্টাডি মেটেরিয়াল দেওয়া হয় তারজন্য রেগুলার কোর্সের থেকে এই কোর্স একটু খরচসাপেক্ষ।

কেরিয়ার তথ্য

● এসএসসি: স্টাফ সিলেকশন কমিশনের 'কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এগজামিনেশন, ২০১৭' চারটি পর্যায়ে হবে, কম্পিউটার-বেসড এগজামিনেশন(টিয়ার-১), কম্পিউটার-বেসড এগজামিনেশন (টিয়ার-২) এবং কম্পিউটার প্রোফিশিয়েন্সি টেস্ট/ স্কিল টেস্ট (টিয়ার-৪)। কম্পিউটার-বেসড এগজামিনেশন (টিয়ার-১) এ অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, ইংলিশ, কম্প্রিহেনশন। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ১ ঘণ্টা। কম্পিউটারবেসড এগজামিনেশন (টিয়ার-২) এ অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি, ইংলিশ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে সেইসঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফিনান্স ও ইনকমিক্স। প্রতিটি পেপারে নম্বর ২০০। সময় ২ ঘণ্টা। টিয়ার-৩-এ থাকবে ইংরেজিতে এসে রাইটিং, প্রেসি রাইটিং, লেটার রাইটিং, অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং ইত্যাদি। মোট নম্বর ১০০। সময় ১ ঘণ্টা। এছাড়া ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স) পদের ক্ষেত্রে ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট হবে। ঘন্টায় ৮০০০ কি ডিপ্রেশনের দক্ষতা থাকতে হবে। ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এগজামিনার, প্রিভেনটিভ অফিসার) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সের ইনস্পেক্টর ও সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। থাকবে ১৫ মিনিটে ১৬০০ মিটার হাঁটা, ৩০ মিনিটে ৮ কিলোমিটার সাইক্লিং। ওয়েবসাইট: www.ssc.nic.in

● ইনফর্মেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন স্নাতক, সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি। এর পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র, ভারতের ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ে প্রার্থীর জ্ঞান থাকতে হবে। ট্যুরিজমে ডিপ্লোমা করে থাকলে, ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনও ইউরোপীয় ভাষায় জ্ঞান থাকলে, সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। বিশদে জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.sscwr.net

● প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। কোর্সগুলি হল: ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি (ডি এম এল টি-টেক), ডিপ্লোমা ইন রেডিওগ্রাফি ডায়াগনস্টিক (ডিআরডি-টেক), ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি (ডিপিটি), ডিপ্লোমা ইন রেডিওথেরাপিউটিক টেকনোলজি (ডি আর টি-টেক), ডিপ্লোমা ইন অপ্টোমেট্রি উইথ অপথ্যালমিক টেকনিক (ডিওপিটি), ডিপ্লোমা ইন নিউরো ইলেক্ট্রো ফিজিওলজি (ডিএনইপি), ডিপ্লোমা ইন পারফিউশন টেকনোলজি (ডিপিএফটি), ডিপ্লোমা ইন ক্যাথ-ল্যাব টেকনিশিয়ান(ডিসিএলটি), ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি (ডিসিসিটি), ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনিক (ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান), ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি (ডিওটিটি), ডিপ্লোমা ইন ডায়াবিটিস কেয়ার টেকনোলজি (ডিডিসিটি), ডিপ্লোমা ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফিক টেকনিক (ইসিজি টেকনিশিয়ান)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে দুটি পত্রে। প্রথম পত্রে (৫০ নম্বর) প্রশ্ন হবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে। দ্বিতীয় পত্রে (৫০ নম্বর) প্রশ্ন হবে বায়োলজি বিষয়ে। প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। ওয়েবসাইট: www.smfwbee.in

● ভুবনেশ্বরে এইমসে স্টাফ নার্স পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে বিএসসি অথবা বিএসসি নার্সিংয়ে বিএসসি অথবা বিএসসি নার্সিং (পোস্ট-বেসিক/সার্টিফিকেট)। এছাড়া, ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। সঙ্গে অন্তত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। ২৮ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.aiimbhubaneswar.edu.in

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০১৭

সমাজসেবাকেও পেশা হিসাবে নিতে পারেন

বিপাশা চক্রবর্তী

মানুষের দুঃখে সমব্যথী হওয়া, প্রয়োজনে তাঁর পাশে দাঁড়ানো, সাহায্য করা— এর নাম সমাজসেবা। অসহায় মানুষকে নির্ধারিত আইন অনুযায়ী সঠিক পথ দেখানো, তাঁদের বাঁচার উপযুক্ত পরিবেশে তাঁদের পৌঁছে দেওয়াই হল সামাজিক কাজ। নিজের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতা থাকলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনিও এই কাজকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারেন। তবে এই ধরনের পেশায় সোশ্যাল ওয়ার্কের ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক।

এক কথায় জীবনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষকে জীবনের মূল লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনাই সোশ্যাল ওয়ার্কের মূল লক্ষ্য। পৃথিবীতে সকলেই চায়, ভালোভাবে বাঁচতে। প্রত্যেকেই চায় নিজের অধিকার নিয়ে আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে। বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্তই হল— অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এই তিনটি শর্ত পূরণ হলে তবেই মানুষ তার বাড়তি চাহিদার কথা ভাবতে পারে। যেসব মানুষরা দিনের পর দিন শোষিত হচ্ছে, অন্যায়-অবিচারের শিকার হচ্ছে সেইসব কাজে প্রতিবাদ করে এই সব শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সমাজকর্মীদের লক্ষ্য। আসলে আমাদের সমাজে টাকার অভাব থাকলে তাঁর লোকবল ও পাশে থাকার মানুষের অভাব থাকে। কোন পথে গেলে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে তাঁদের কেউ কোনও রকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, ফলে প্রতিবাদের ভাষা তাঁদের কাছে থাকে না। অথবা প্রতিবাদ করার মতো সাহস তাঁরা পান না। অনেক সময় প্রতিবাদ করলেও অনেকেই তাঁদের কথার কোনও গুরুত্ব দেয় না। এই প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করার জন্যই আছেন সমাজকর্মীরা।

কোথায় পড়ানো হয়: সোশ্যাল ওয়ার্কে তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রি কোর্স পড়ায় জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল চেঞ্জ-এ। পড়ার খরচ ৩ বছরের জন্য মোট খরচ ৫০,০০০ টাকা। এছাড়া স্নাতকোত্তর ২ বছরের সোশ্যাল ওয়ার্ক কোর্স পড়ার মোট খরচ ৮০,০০০ টাকা। শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং ফিল্ড ওয়ার্কের খরচ এর মধ্যেই ধরা থাকে। কোর্সটি ইউজিসি স্বীকৃত। পড়ানো হয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। যে কোনও বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস হলেই আবেদন করা যায়।

কীভাবে আবেদন করবেন: যাঁরা আগে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করবেন তাঁরা আগে

ভর্তি হতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুন। বিশদে জানতে দেখুন প্রতিষ্ঠানের এই ওয়েবসাইট: www.jpinstitute.org/vssw

যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল চেঞ্জ, ডি ডি ১৮/৪/১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪, অথবা ফোন করতে পারেন এই ফোন নম্বরে: (০৩৩) ২৪৪৭-৬৬৯৫, ৭০৪৪০-৬৩৮৯১, ৯৮০৪৪১৮০২৪।

কাজের সুযোগ: পেশাদার সমাজকর্মীদের কাজের সুযোগ যেমন আছে, তেমনই উপার্জনের দিকটিও বেশ ভালো। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, হোম-এর সুপারদের এমএসডব্লু পাস করা হতে হবে। বেতন শুরুতেই হতে পারে ২৫,০০০ টাকা। এরপর সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ধাপে ধাপে মাইনে বাড়ে।

পাটজাত সামগ্রী থেকে জিনিস তৈরি শিখুন

পরিবেশে ক্রমশ দূষণের মাত্রা বাড়ছে। এই মাত্রাতিরিক্ত দূষণের ফলে প্রভাবিত হচ্ছে আমাদের শরীর। নানারকম রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাঁধছে। নিজের অজান্তেই আমরা সেই সমস্ত রোগকে আশ্রয় দিচ্ছি। যেমন পলিথিন ব্যাগ আমাদের পরিবেশে মারাত্মকভাবে দূষণ ছড়ায়। সে কারণে অনেকেই এই ব্যাগ-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। তবে সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্যই প্রয়োজন। তাই শুরু হয়েছে একটু অন্য ধরনের চিন্তা-ভাবনা।

যেমন পাট উৎপাদনে এগিয়ে বাংলা। এমনকী বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও এই ধরনের পাট উৎপাদিত হয় না।

সেই সমস্ত কথা মাথায় রেখে পাটতন্তু দিয়ে ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছে নতুন প্রজন্ম। পাটতন্তু দিয়ে ব্যাগ কিংবা অলংকারের নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা যায়। যা আপনি আপনার কোনও প্রিয় মানুষকে উপহার স্বরূপ দিতেও পারেন। তৈরি হতে পারে আপনার দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিসও। আমাদের দেশ ছাড়াও বিদেশের বাজারে এর চাহিদা প্রচুর। যেমন ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাটজাত পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে।

এই ব্যবসার সুবিধা হল, পাট দিয়ে তৈরি নানারকম হস্তশিল্প সামগ্রী বা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র তৈরি করা শিখে কাজে লাগানো যায়। স্বল্প পুঁজিতেও এই ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। শেখার পর এই সমস্ত সামগ্রীর ওপর আপনি অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। যারা এই ধরনের ব্যবসা করতে ইচ্ছুক তাঁরা এই ধরনের মেলায় অংশগ্রহণও করতে পারেন।

কোথায় প্রশিক্ষণ নেবেন: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার টেকনোলজির (নিরজাফট) প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ পাট দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়।

এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য বয়সের কোনও বাধা নেই। ফি ১২০০ টাকা। দূরে যাঁরা থাকেন তাঁরা যদি প্রশিক্ষণ নিতে চান তাহলে হোস্টেলে থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। দৈনিক খরচ ৫০ টাকা। প্রশিক্ষণ হয় প্রায় ১৩ দিনের মতো। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার টেকনোলজি, ১২, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৪০ (রানিকুঠি বাসস্টপ থেকে ২ মিনিটের হাঁটাপথ) তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে: ৮৯০০৫-০৯৮১৮, ৯০৬২০-৩২৭৪২, (০৩৩) ২৪২১-২১১৫ (এক্সটেনশন)।

ব্যবসার মাধ্যম হতে পারে ভেষজ শিল্প

ভেষজ গাছ অর্থকরী হওয়ায় এই শিল্পকে ঘিরে ভালো ব্যবসার সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভেষজ বা বনৌষধিকে কেন্দ্র করে ব্যবসার সুযোগ আছে এই ৪টি ক্ষেত্রে: ১) ভেষজ গাছ চাষ বা উৎপাদন, ২) ভেষজ গাছ বিপণন, ৩) আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি,৪) বনৌষধি থেকে সুগন্ধি ও প্রসাধন সামগ্রী।

চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়ায় ভেষজ চাষ যথেষ্ট লাভজনক। রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ ১৪৫টি গাছের মধ্য থেকে মাত্র ৩২টি ভেষজ গাছ চাষের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়, যেগুলি দেশে-বিদেশে বাণিজ্যিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই ৩২টি ভেষজ গাছ হল: আমলকী, অর্জুন, অশোক, অশ্বগন্ধা, বেল, ভূমি আমলকী, বহেড়া, ব্রাহ্মী, ঘৃতকুমারী, গুলঞ্চ, হরিতকি, কাকমাচি, কালমেঘ, কুর্চি, নিম, সর্পগন্ধা, তুলসী, বামুনহাটি, বিশালাঙ্গুলি, বৃহাতি, ছাতিম, গামার, নয়নতারা, নিশিন্দা, শংকরজটা, পারুল, শতমূলী, সোনাক, শালপানি, ভৃঙ্গরাজ, হিজল ও রক্তকাঞ্চন। এছাড়াও যেসব সুগন্ধি চাষে উৎসাহ দেওয়া হয় সেগুলি হল: চন্দ্রমূলী, জিঙ্কো বাইলোবা, সিট্রোনেলা বা পামারোজা ঘাস, জিরোনিয়াম, কলিয়াস ফ্রসকলি, স্টিভিয়া।

ভেষজ গাছ চাষের জন্য উপযুক্ত চারা পাবেন এইসব ঠিকানায়:

১) স্টেট ফার্মাকোপিয়াল ল্যাবরেটরি অ্যান্ড ফার্মাসি ফর ইন্ডিয়ান মেডিসিন, কল্যাণী, নদিয়া। ফোন: ০৩৩-২৫৮৯৬২৮১।

২) রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের ভেষজ উদ্যান, নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৩) দ্য ইম্পেরিয়াল নার্সারি, ৮/১, রাইচরণ পাল লেন, কলকাতা

৪) মডেল নার্সারি, ৫/১, তিলজলা রোড, কলকাতা-৪৬।

কোন চাষে কেমন লাভ:

১) সর্পগন্ধা: চারা কিনতে পাওয়া যায় নার্সারিতে। কাটিংয়েও চারা তৈরি করা যায়। প্রতি একর জমিতে চারা বসানো যায় ১১ হাজার। বছরে ৬-৭ কেজি মূল পাওয়া যায়। তবে এক বছর অন্তর মূল তুলতে বছরে ১০ কেজি মূল ও চারা পাওয়া যায়। চাষের খরচ বাদ দিলে প্রতি একরের মূলে বছরে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায়।

২) নয়নতারা: এই গাছকে আগাছা ও বাগানের বাহারি ফুল হিসাবে দেখা যায়। প্রতি একরে ১২ হাজার চারা বসানো যায়। ভেষজের কাঁচামাল হিসাবে এর মূল, কাণ্ড ও পাতা বিক্রি করা হয়। জুন মাসে চারা বসিয়ে নভেম্বরে মূল তোলা যায়। প্রতি একর চাষে বছরে লাভ থাকে প্রায় ২০ হাজার টাকা।

৩) পুদিনা: কাটিং দিয়ে সহজেই চারা তৈরি করা যায়। ৫-১০ সেমি লম্বা কাটিং পুঁতলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে শিকড় হয়। পুদিনার বীজ হয় তুলসীর মতো, তা থেকে চারা তৈরি করা যায়। চারা লাগানোর ৮ সপ্তাহ পর থেকে ডগা কেটে বিক্রি করা যায়। প্রতি একরে চারা পোঁতা যায় ৪০ হাজার। একর প্রতি পুদিনা চাষে লাভ থাকে ৫০ হাজার টাকার বেশি।

৪) ঘৃতকুমারী: ঘৃতকুমারীর চারা একবার বসিয়ে ১০ বছর পাতা সংগ্রহ করা যায়। প্রতি একর জমিতে ১৮-২০ হাজার চারা বসানো যায়। প্রতি কেজি পাতা ১০-৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়। বছরে ১ একরের পাতা বিক্রি করে প্রায় ২০ হাজার টাকা লাভ করা যায়।

৫) লতাকস্তরী: এটি সুখী ধরনের গাছ। খুব যত্ন নিতে হয়। ফল ছোট আকারের ঢ্যাঁড়শের মতো। এতে প্রচুর বীজ থাকে। এই বীজ থেকে তেল বার করে আতরশিল্পে ব্যবহার করা হয়। এই তেলের সুগন্ধ মৃগনাভি কস্তুরীর থেকেও ভালো। এক একর জমিতে লতাকস্তরী চাষ করলে প্রকৃত লাভ থাকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

৬) স্টিভিয়া: দেখতে তুলসি গাছের মতো। লম্বায় ৩ থেকে ৪ ফুট হয়। স্টিভিয়া পাতার রস চিনির তুলনায় ৩০০ গুণ বেশি মিষ্টি। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে যে ইনসুলিনের দরকার হয়, প্যাংক্রিয়াসে তার উৎপাদনে স্টিভিয়া সাহায্য করে। স্টিভিয়া চাষের জন্য মাটিতে ৬%—৭% অম্লত্বের মাত্রা থাকতে হবে। প্রায় লাখখানেক টাকা লাভ হতে পারে এই চাষে।

উদ্যমীরা বনৌষধি দিয়ে তৈরি করতে পারেন আয়ুর্বেদিক ওষুধের কারখানা। চন্দ্রমূলী, পামারোজা ঘাস, জিরেনিয়াম, কলিয়াস ফ্রসকলি, লতাকস্তরী ইত্যাদি সুগন্ধি থেকে তৈরি করতে পারেন তেল, সুগন্ধী বা আতর। স্টিভিয়া থেকে তৈরি করতে পারেন ওষুধ। আমলকী ফলের রস থেকে তৈরি হয় শিশুদের রোগ প্রতিরোধের ওষুধ। আমলকীর রস থেকেও তৈরি হয় বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী। আবার আমলকী থেকে তৈরি হয় আমলা তেল, শ্যাম্পু ও ত্বকের যত্নের প্রসাধন সামগ্রী। গোলাপের কুঁড়ি, জুঁই, ল্যাভেন্ডারের নির্যাস থেকে তৈরি তেল ব্যবহৃত হয় পারফিউম, প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতে। খাবারে সুগন্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় কারিপাতা ও তুলসিপাতা। আবার তুলসি, পুদিনা থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ভেষজ মিষ্টি, দই।

ভেষজ থেকে আয়ুর্বেদিক বা ইউনানি ওষুধ, সুগন্ধি তৈরির কারখানা করতে হলে নির্ধারিত ড্রাগ লাইসেন্স লাগে।

ভেষজের ব্যবসা করতে চাইলে গাছপালা চেনা জরুরি। এই সংক্রান্ত ট্রেনিং পাবেন:

১) অ্যাগ্রো—হর্টিকালচার সোসাইটি, আলিপুর, কলকাতা-২৭। ২) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদিয়া। ৩) লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০১৭

কেরিয়ার সিলেকশন

পেশা যখন **ন্যানোসায়েন্স টেকনোলজিস্ট**

আগামিদিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হতে চলেছে ন্যানোবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বস্তুকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় পরিণত করা হয় যা আধুনিক কৃষি, প্রসাধন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত আনছে। বিষয়টি বহুমুখী। বিষয়ের একদিকে যেমন আছে বিজ্ঞান, অন্যদিকে তেমন আছে প্রযুক্তি।

এক কথায় ন্যানোপ্রযুক্তি হল প্রযুক্তি জগতের ক্ষুদ্রতম ও মহাশক্তিধর এক প্রযুক্তি। সাধারণ মানুষের কাছে যা এখনও অল পারপাস প্রযুক্তি হিসাবেই পরিচিত। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পদার্থকে ক্ষুদ্রতম কণায় পরিণত করা হয় যা হয়ে ওঠে কার্যকরী ও আর্থিক গুণসম্পন্ন। যা আয়তনে এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অনেক সময় দেখা সম্ভব নয়। একক হিসাবে যাকে 'ন্যানোমিটার' বলা হয়। এক কোটি ন্যানোমিটারকে যোগ করলে এক মিটার হয়। ক্ষুদ্র পদার্থের শক্তি আধার সম্পর্কে আমরা বেশ কিছুটা পরিচিত। যেমন, মাইক্রোচিপস। ন্যানোটেকনোলজিতে এই চিপের তার এতই সরু যে, তাকে চেনা যায় না। এদের বলা হয় ন্যানিটাইস। ন্যানিটাইসের মাধ্যমে তৈরি কম্পিউটার ন্যানোটেক হিসাবে পরিচিত, যাদের মাধ্যমে যে কোনও অবজেক্টের অতি ক্ষুদ্র পারমাণবিক স্তরেও কাজ করে কোনও নির্দিষ্ট স্তরের ফলাফল বলে দেওয়া সম্ভব।

ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার হয়— প্রসাধন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষিক্ষেত্র, ভোগ্যপণ্য, চিকিৎসা, ওষুধক্ষেত্র, ইলেকট্রনিক্স ও বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। যেমন আমরা জানি লেজার টেকনোলজির মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর কথা। ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে এই কাজ আরও সহজ হবে ও দৃষ্টিশক্তিকে বাড়িয়ে দেওয়া যাবে বহুগুণ। ঠিক তেমনই ক্যানসার চিকিৎসাও অনেক যত্নশীল উপায়ে করা সম্ভব। ক্যানসারে আক্রান্ত রক্তকণিকায় ন্যানোবাটের মাধ্যমে ন্যানোসাইট সরাসরি প্রবেশ করিয়ে আশেপাশের জায়গাকে নিরাপদ রেখে ওই নির্দিষ্ট অংশে অস্ত্রোপচার করে রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব। শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে উপকৃত হবে বস্ত্রশিল্প, খাদ্য সংরক্ষণ ও সামগ্রিকভাবে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প। এছাড়াও রূপান্তর ঘটবে ক্রীড়াশিল্প বা সামরিক অস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও। আবার এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেরাই হয়ে উঠতে পারেন একেকজন ওয়াকিং ট্যাংক। কারণ ন্যানোপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ন্যানোটিউব হবে ইস্পাতের চেয়েও ৬ গুণ শক্তিশালী। ন্যানোপ্রযুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে। ন্যানোপ্রযুক্তির গবেষক ও ইঞ্জিনিয়াররা পদার্থের গঠনকে ভেঙে আরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তিশালী ও কার্যকরী পদার্থে রূপান্তর করে চলেছেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ন্যানোপ্রযুক্তি আজকের দিনে শিক্ষা ও কেরিয়ারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ন্যানোটেকনোলজি একটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি বিষয়। যেখানে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি ও পিওর সায়েন্স অর্থাৎ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, মেটেরিয়াল সায়েন্স, বায়োলজির মতো বিষয়। যদি ন্যানোপ্রযুক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং দিক নিয়ে কাজের আগ্রহ থাকে তবে ডিগ্রি কোর্সে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়া যায়। বায়োটেকনোলজি বিষয় নিয়ে পড়েও এই ক্ষেত্রে আসা যায়। ন্যানোসায়েন্স নিয়ে কাজ করতে চাইলে ডিগ্রি কোর্সে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক নিয়ে পড়তে হবে। বি.এসসি পাস করার পর ন্যানোটেকনোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ও পরে পিএইচডি করা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যানোটেকনোলজি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম.টেক কোর্স পড়ানো ও পিএইচডি করানো হয়।

কোথায় কী কোর্স পড়বেন: ১) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা–৩২। কোর্স: এম.টেক ও পিএইচডি ইন ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। ২) NIT, কালিকট, ওড়িশা। কোর্স: এম.টেক ইন ন্যানোটেকনোলজি। ৩) জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি। কোর্স: এম.টেক ইন ন্যানোটেকনোলজি। ৪) আইটিআই রুরকি। কোর্স: এম.টেক অ্যান্ড পিএইচডি ইন ন্যানোটেকনোলজি। ৫) NIT, ভোপাল। কোর্স: এম.টেক ইন ন্যানোটেকনোলজি। ৬) NIT, কুরুক্ষেত্র। কোর্স: এম.টেক ইন ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। ৭) MANIT, ভোপাল। কোর্স: এম.টেক ইন ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। ৮) IISC. কোর্স: এম.টেক ও পিএইচডি ইন ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। ৯) IIT, পটনা। কোর্স: এম.টেক ইন ন্যানোটেকনোলজি।

ভারতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাকেন্দ্রে ন্যানোসায়েন্স ও টেকনোলজি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ আছে। সেগুলি হল: ১) সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ন্যানোটেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, আইআইটি, মুম্বই। ২) সেন্টার অব ন্যানোটেকনোলজি, আইআইটি, রুরকি। ৩) ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার, মুম্বই। ৪) ইনস্টিটিউট অব ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, পঞ্জাব। ৫) IOM, সেমি কনডাক্টর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বেঙ্গালুরু। ৬) সেন্টার অব ন্যানোটেকনোলজি, আইআইটি, গুয়াহাটি। ৭) সেন্টার ফর ন্যানোটেকনোলজি অ্যান্ড ন্যানো সায়েন্স, জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি। ৮) সেন্টার ফর ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তিরুচিরাপল্লি।

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● তফসিলি জাতিভুক্ত মহিলারা ব্যবসার জন্য কোথা থেকে ঋণ পাবে জানালে উপকৃত হব।

জয়া সাহা, সোনারপুর

ঋণ চেয়ে আবেদনের জন্য বার্ষিক পারিবারিক আয় গ্রামের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকার মধ্যে থাকতে হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে মঞ্জুর হতে পারে। সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি পাওয়ার সুযোগ আছে। ঋণের অঙ্কের ওপর বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে। যোগাযোগের ঠিকানা: পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, ব্লক সি এফ, ২১৭/এ/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪। ফোন: (০৩৩) ৪০২৬-১৫০০/১৫০৫।

● পানীয়-ভরা বোতলে খাঁজকাটা ছিপি আটকানোর জন্য কী ধরনের মেশিন দরকার হয় ও কত দাম পড়বে? এই ধরনের মেশিন কোথায় পাওয়া যায়?

অশোক দাস, ব্যারাকপুর

পানীয়-ভরা বোতলে খাঁজকাটা ছিপি আটকানোর জন্য ক্যাপ ফিলিং মেশিনের দরকার হবে। এটি বিদ্যুৎচালিত মেশিন। দাম প্রায় ১৫ হাজার টাকা। ক্যানিং স্ট্রিট (কলকাতা-১) এবং গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের (কলকাতা-১৩) মেশিনপত্র বিক্রির দোকানগুলিতে ক্যাপ ফিলিং মেশিন কিনতে পাওয়া যায়।

● হস্তচালিত তাঁতে ভালো মানের পোশাক তৈরির কারিগরি শিখতে চাই। কোথায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?

সোমনাথ আদক, উত্তর ২৪ পরগণা

নদিয়ার ফুলিয়ায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান টেকনোলজিতে সময়ে অসময়ে 'হ্যান্ডলুম এন্ট্রেপ্রেনার' কোর্সে আধুনিক হ্যান্ডলুম কারিগরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অন্তত মাধ্যমিক পাস এবং ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স হলে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যায়। প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি বেরোলে তবেই আবেদন করা যাবে। ঠিকানা: আইটিআই ক্যাম্পাস, পোঃ ফুলিয়া কলোনি, নদিয়া-৭৪১৪০২। ফোন: ০৩৭৪৩-২৩৪৫৩৫। ওয়েবসাইট: www.iiht.fulia.ac.in

কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ব্যালান্স করে চলুন

প্রথম পাতার পর

পরিচর্চা এগুলো করলে নিজের ম্যুড ভালো থাকে। আর কাজেও নতুন করে এনার্জি পাওয়া যায়।

নিজেকে যতটা সম্ভব রিল্যাক্স রাখার চেষ্টা করুন। আর সেই চেষ্টা শুরু করুন দিনের শুরু থেকেই। পরিকল্পনা করে নিন আজকের দিনে আপনার কী কী কাজ আছে। সেই অনুযায়ী একটি রুটিন তৈরি করে নিতে পারেন। সব কিছু মাথায় না রাখতে পারলে প্রয়োজনে ডায়েরি মেনটেন করুন। তাহলে দেখবেন সব কাজ আপনার কত সহজে হয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে মাথায় রাখবেন আপনার অফিসে আজ কী ধরনের কাজ আছে। সেই অনুযায়ী একটি শিডিউল বানিয়ে ফেলুন।

নিজের অবসরের সময়টিকেও খেয়াল রাখুন। আপনার ডেইলি রুটিন যেন আপনার পরিকল্পনা থেকে বাদ না যায়। সেইসঙ্গে শত কাজের মধ্যে খাওয়ার জন্য সময় রাখুন। অনেকে আছেন কাজের চাপে খাওয়ার জন্য সময় দিতে ভুলেই যান। না, এটি একদম ঠিক নয়, আগে শরীরকে সুস্থ রেখে আপনার প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পূর্ণ করুন।

বাড়ি ফিরে এসে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। রাতে খাবার সকলে মিলে একসঙ্গে খাওয়ার চেষ্টা করুন। তবে সেখানে অফিসের কোনও কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো।

পাশাপাশি অবসরের দিনটিতেও শপিং থেকে শুরু করে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা— এগুলোর মধ্যে দিয়ে সময় কাটাতে পারেন। গল্প, হাসি আমাদের মনে আলাদা করে অক্সিজেনের জোগান দেয়। তবে অবসর সময় নিজের স্মার্টফোন থেকে একটু দূরে থাকুন। একইসঙ্গে বলব ছুটির দিনগুলোতে ঘুমোবার জন্যও নিজেকে একটু সময় দিন। প্রতিদিন তাড়াহুড়োর মধ্যে অফিসে বের হন, ওই দিনটিতে একটু আলাদাভাবে নিজের কথা ভাবুন। দেখবেন নিজে ফ্রেশ থাকলে আপনারও সব কাজ করতে ভালো লাগছে, আর আপনাকে দেখে অন্যদেরও ভালো লাগছে।

জিপমারে ৭৫ জন প্রোফেসর নিয়োগ

৭৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর এবং প্রোফেসর নিয়োগ করবে জওহরলাল ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ। নিয়োগ হবে অ্যানেস্থিসিওলজি, অ্যানাটমি, কার্ডিওলজিসহ বিভিন্ন বিভাগে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: Admn.I.1 (27)/2017.

শূন্যপদ:

অ্যানাটমি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। অ্যানিস্থিশিওলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ৪টি (তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩), প্রোফেসর: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। কার্ডিওলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ২টি (তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১), প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। এন্ডোক্রিনোলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ), প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। এমার্জেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিসেস: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। জেরিয়াট্রিক মেডিসিন: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ২টি (সাধারণ)। মেডিসিন: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ৩টি (সাধারণ ১, ওবিসি ২), প্রোফেসর: ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (ওবিসি), প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। নিউরোলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (ওবিসি)। নিউরোসার্জারি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (তফসিলি জাতি), প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনিকোলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ৭টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩), প্রোফেসর: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। অপথ্যালমোলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ২টি (তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১), প্রোফেসর : ১টি (ওবিসি)। অর্থোপেডিক্স: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ৫টি (সাধারণ ২, ওবিসি ৩), প্রোফেসর ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। পেডিয়াট্রিক্স: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (ওবিসি), প্রোফেসর: ১টি (ওবিসি)। পেডিয়াট্রিক সার্জারি: প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। ফার্মাকোলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ২টি (তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। পালমোনারি মেডিসিন: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি। (সাধারণ)। রেডিওথেরাপি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। সার্জারি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ৪টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। ট্রান্সফিউশন মেডিসিন: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (ওবিসি)। ইউরোলজি: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ), প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। বায়োকেমিস্ট্রি: প্রোফেসর: ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। ইএনটি: প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। ফরেন্সিক মেডিসিন: প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড টেলিমেডিসিন: প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। মেডিক্যাল অঙ্কোলজি: প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। মাইক্রোবায়োলজি: প্রোফেসর: ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। নেফ্রোলজি: প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)। সাইকিয়াট্রি: ১টি (সাধারণ)। রেডিও-ডায়াগনোসিস: প্রোফেসর: ১টি (ওবিসি)। সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি: প্রোফেসর: ১টি (সাধারণ)।

বয়স: ১৪-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের ক্ষেত্রে ৫০ বছর এবং প্রোফেসরের ক্ষেত্রে ৫৮ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: প্রোফেসর পদের ক্ষেত্রে ৩৭,৪০০-৬৭,০০০ টাকা। অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ১০,৫০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের ক্ষেত্রে ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.jipmer.edu.in. পূরণ করা আবেদনপত্র ও অন্যান্য নথিপত্র নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছতে হবে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেদনের পদ্ধতি সহ যাবতীয় তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

পাঠকের অনুরোধে
এখন পুরো চার পাতা জুড়ে
চাকরি, ট্রেনিং ও
কোর্সের খোঁজ-খবর

লোকসভায় অফিসার পদে ২৮ জন নিয়োগ

অফিসার পদে ২৮ জন কর্মী নিয়োগ করবে লোকসভা সচিবালয়। প্রার্থী বাছাই করবে ভারতীয় সংসদের জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 6/2017.

শূন্যপদের বিন্যাস: পোস্ট নম্বর: ১: এগজিকিউটিভ/লেজিসলেটিভ / কমিটি/ প্রোটোকল অফিসার: ১৬টি (সাধারণ ১০, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে একটি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পোস্ট নম্বর: ২: রিসার্চ/ রেফারেন্স অফিসার: ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। এরমধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ২ বছর মেয়াদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা আইনে স্নাতক। সবক্ষেত্রেই এআইসিটিই স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট বা ডোয়েক 'ও' লেভেল বা সমতুল কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ১০-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি এবং মেন পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, মেন্টাল এবিলিটি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, এরিথমেটিক এবং জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে। মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে তিনটি পেপারে— ডেসক্রিপটিভ ধরনের ইংরেজি, জেনারেল স্টাডিজ এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও দুটি বিষয়ে: এগ্রিকালচার, কেমিস্ট্রি, কমার্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, ইকনমিক্স, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, ল, ম্যানেজমেন্ট, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, সাইকোলজি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সোসিওলজি। প্রতিটি বিষয়ে থাকবে দুটি করে পেপার। প্রতিটি পেপারের জন্য সময়সীমা ৩ ঘণ্টা। এরপর পার্সোনাল ইন্টারভিউ।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.loksabha.nic.in. প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে ১০ জুলাই পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো এবং সই আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট করে নিতে হবে। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত আরো তথ্য জানতে উপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

তিন বাহিনীতে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ

ট্রেনিং দিয়ে আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ করা হবে। উচ্চমাধ্যমিক পাস অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এগজামিনেশন (২), ২০১৭-এর মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১০ সেপ্টেম্বর। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে আর্মি শাখার ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির এয়ারফোর্স এবং ন্যাভাল ব্রাঞ্চ এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রির ক্ষেত্রে ফিজিক্স এবং ম্যাথম্যাটিকস নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

জন্মতারিখ: সবক্ষেত্রেই জন্মতারিখ থাকতে হবে ২-১-১৯৯৯ থেকে ১-৭-২০০২ এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক: আর্মি ও নেভির ক্ষেত্রে ন্যূনতম উচ্চতা হতে হবে ১৫৭ সেমি। এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। গোর্খারা সবক্ষেত্রেই এবং ১৮ বছরের কমবয়সি প্রার্থীরা নেভির ক্ষেত্রে উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। অন্তত ৫ সেমি বুক ফুলিয়ে, বুকের ছাতির ন্যূনতম মাপ হতে হবে ৮১ সেমি। আর্মি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি ভালো ও খারাপ চোখে যথাক্রমে ৬/৬ ও ৬/৯ (দূরের) থাকতে হবে, চশমাসহ ৬/৬ ও ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে চশমা থাকলে চলবে না। যাঁদের হাইপারমেট্রোপিয়া শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। আর্মির ক্ষেত্রে মায়োপিয়া মাইনাস ২.৫ডি এবং হাইপারমেট্রোপিয়া (অ্যাস্টিগম্যাটিজম সহ) প্লাস ৩.৫ ডি-এর মধ্যে হতে হবে। রং চেনার ক্ষমতা আর্মির ক্ষেত্রে সিপি-থ্রি এবং নেভি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে সিপি-ওয়ান মানের হতে হবে। নেভির ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯ এবং চশমাসহ উভয় চোখে ৬/৬। মায়োপিয়া মাইনাস ০.৭৫ এবং হাইপারমেট্রোপিয়া প্লাস ১.৫-এর মধ্যে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই লাল ও সবুজ রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি এবং নিঁখুত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থাকা দরকার। কোনওরকম দৈহিক ত্রুটি থাকলে চলবে না। এয়ারফোর্সে পাইলট হিসাবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে অন্তত ৯৯ সেমি। থাইয়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে সর্বাধিক ৬৪ সেমি এবং বসে থাকা অবস্থায় উচ্চতা অন্তত ৮১.৫০ সেমি হতে হবে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে থাকবে সাইকোলজিক্যাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট ও ইন্টেলিজেন্স টেস্ট। এতে সফল হলে তবেই পরের পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা দেওয়া যাবে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে ম্যাথমেটিক্স ও জেনারেল এবিলিটি টেস্ট বিষয়ক। জেনারেল এবিলিটি টেস্ট অংশে নম্বর ৬০০। দুটি পর্বেরই সময়সীমা আড়াই ঘণ্টা। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ ধরনের। ম্যাথম্যাটিক্সে থাকবে অ্যালজেব্রা, ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ডিটারমিন্যান্টস, ট্রিগোনামেট্রি, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি অব টু অ্যান্ড থ্রি ডায়মেনশনস, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ইক্যুয়েশন, ভেক্টর অ্যালজেব্রা এবং স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোবাবিলিটি। জেনারেল এবিলিটি টেস্টের পার্ট এ-তে ইংরেজি ও পার্ট বি-তে জেনারেল নলেজের প্রশ্ন থাকবে। জেনারেল নলেজ অংশে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জেনারেল সায়েন্স, হিস্ট্রি, ফ্রিডম মুভমেন্ট, জিওগ্রাফি ও কারেন্ট ইভেন্ট বিষয়ক প্রশ্ন হবে। সবক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং আছে।

লিখিত পরীক্ষার পরে হবে ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোনালিটি টেস্ট। দুই পর্বে পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অফিসার ইন্টেলিজেন্স রেটিং টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ডেসক্রিপশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে ইন্টারভিউ, গ্রুপ টেস্টিং অফিসার টাস্ক, সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও কনফারেন্স। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা সফল হলে তবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

প্রার্থী বাছাইয়ে সফল হলে প্রথমে ৩ বছরের ট্রেনিং। প্রথম আড়াই বছরের ট্রেনিং সবার ক্ষেত্রেই এক। সফলরা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি বা বিএসসি (কম্পিউটার) বা বিটেক (ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রে) বা বিএ ডিগ্রি পাবেন। এরপর উইং অনুসারে বিশেষ ট্রেনিং। ন্যাভাল অ্যাকাডেমির বাছাই প্রার্থীদের এঝিমালার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ৪ বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সফলভাবে ট্রেনিং শেষে বিটেক ডিগ্রি পাবেন।

পেশাদারি ট্রেনিংয়ের সময় মাসে ২১,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাওয়া যায়। বেতনক্রম ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ৬০০০ টাকা। ৩০ জুনের মধ্যে অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.upsconline.nic.in.অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো ও সই আপলোড করতে হবে। বাহিনী অনুসারে শূন্যপদ, অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় জানতে উপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০১৭

এলাহাবাদ হাইকোর্টে ক্লার্ক নিয়োগ

এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৫ জন ট্রেনি ল ক্লার্ক নিয়োগ করবে। ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌয়ে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/Law Clerk (Trainee)/17.

যে-প্রার্থীরা পেশাদারি আইন প্র্যাকটিস শুরু করেননি অথবা অন্য কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত নন কেবল তারাই আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% নম্বর সহ আইনে স্নাতক। অথবা ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ল ডিগ্রি। সঙ্গে ডেটা এন্ট্রি, ওয়ার্ড প্রোসেসিং এবং কম্পিউটার অপারেশনে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। বেতন: ১২৫০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্টারভিউ এলাহাবাদে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.allahabadhighcourt.in.

আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। ফি-বাবদ ৩০০ টাকা দিতে হবে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে। ব্যাংক ড্রাফটটি Registrar General, High Court of Judicature -এর অনুকূলে এলাহাবাদে প্রদেয় হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) সম্প্রতি তোলা এককপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন ও ফোটোর ওপর সই করবেন। ফোটোটি গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে।

২) মাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৩) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৪) স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৫) কম্পিউটার জ্ঞান ও অন্যান্য যোগ্যতা-সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৬) ফি-বাবদ ব্যাংক ড্রাফট।

৭) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা এবং ৪০০ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো ২টি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: APPLICATION FOR THE POST OF LAW CLERK (TRAINEE).

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩০ জুনের মধ্যে স্পিডপোস্ট বা রেজিস্টার্ড বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Registrar General, High Court of Judicature, Allahabad.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রিমোট সেন্সিং ও জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমের কোর্স

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওশানোগ্রাফিক স্টাডিজ বিভাগ রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম এর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ১ বছরের কোর্স। যে কোনও শাখার বিই বা বিটেক কিংবা বিএসসি বা এমএসসি অথবা ভূগোল নিয়ে ডিগ্রি বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্সের ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বরের ভিত্তিতে। কোর্স ফি সেমেস্টার পিছু ৩০,০০০ টাকা আর স্পনসর প্রার্থীদের বেলায় সেমেস্টার পিছু ৪০,০০০ টাকা। আবেদন করতে হবে A4 মাপের কাগজে সম্পূর্ণ বায়োডাটা দিয়ে। অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ফোন নম্বর ও ই-মেল আইডি। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত নকল।

পূরণ করা দরখাস্ত ২৩ জুনের পাঠিয়ে দিতে হবে এই ঠিকানায়: স্কুল অব ওশানোগ্রাফিক স্টাডিজ বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২। ওয়েবসাইট: www.oceanju.org.

টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিয়োগ

রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও সাধারণ ডিগ্রি কলেজের টিচার্স ট্রেনিং বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিএড বা এমএড এবং বিপিএড বা এমপিএড প্রোগ্রামের বিভিন্ন কোর্সে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 1/2017. প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএড বা এমএড প্রোগ্রামের পার্সপেক্টিভস ইন এডুকেশন বা ফাউন্ডেশন কোর্সের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫% নম্বরসহ যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সেই সঙ্গে ৫৫% নম্বর সহ এমএড কোর্স পাস করে থাকতে হবে; অথবা মোট অন্তত ৫৫% নম্বরসহ এডুকেশনে এমএ। সেই সঙ্গে ৫৫% নম্বরসহ বিএড কোর্স পাস করে থাকতে হবে। উভয়ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে নেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

কারিকুলাম অ্যান্ড পেডাগজিক কোর্স বা মেথোডোলজি কোর্সের ক্ষেত্রে অন্তত ৫৫% নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট বা সমতুল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে ৫৫% নম্বর সহ এমএড কোর্স পাস করে থাকতে হবে। এছাড়া নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

ভিশ্যুয়াল আর্টসের ক্ষেত্রে ভিশ্যুয়াল (ফাইন) আর্টসে অন্তত ৫৫% নম্বরসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীকে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। পেশাদার শিল্পীরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে দেশি বা বিদেশি কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ভিশ্যুয়াল (ফাইন) আর্টসে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা সহ ৫ বছর নিয়মিত প্রদর্শনী বা কর্মশালা আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বিপিএড বা এমপিএড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল এডুকেশনে মোট ৫৫% নম্বর সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীকে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

সবক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। ইউজিসি স্বীকৃত পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১১-৭-২০০৯ তারিখের আগে পিএইচডি করার জন্য নাম নথিভুক্ত করে থাকলে নেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। যে-পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১৯-৯-১৯৯১ তারিখের আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন, তাঁরাও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ৬,০০০ টাকা।

৩০ জুন পর্যন্ত অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.examinationonline.in. প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ১৫০০ টাকা। তফসিলি, ওবিসি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭৫০ টাকা। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে সার্ভিস ট্যাক্স বাবদ অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। এছাড়া ই-চালানের মাধ্যমে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সার্ভিস ট্যাক্স ছাড়াও ব্যাংক চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৪০ টাকা দিতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৬৬০ মেডিক্যাল অফিসার নেবে সিআরপিএফ

৬৬০ জন মেডিক্যাল অফিসার ও স্পেশ্যালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার নেবে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স। অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডান্ট এবং ডেপুটি কম্যান্ডান্ট পদে নিয়োগ করা হবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ এবং অসম রাইফেলস। প্রার্থী বাছাই করবে সশস্ত্র সীমা বল সেলের রিক্রুটমেন্ট ব্রাঞ্চ।

শূন্যপদ: মেডিক্যাল অফিসার (অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডান্ট): বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স: ১০৬টি। সাধারণ ৪০, তফসিলি জাতি ১১, ওবিসি ৫৫। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স: ১১৭টি (সাধারণ ৭৬, তফসিলি জাতি ১৭, ওবিসি ২৪)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। সশস্ত্র সীমা বল: ৬১টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ১০, ওবিসি ৩৬)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৬টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ: ১০৪টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ২৬, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ৫৮)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১০টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। অসম রাইফেলস: ৪০টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৬, ওবিসি ১১)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

বয়স: ৯-৭-২০১৭ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে।

বেতন: ৫৬,১০০-১৭,৭৫০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

স্পেশ্যালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার (ডেপুটি কম্যান্ডান্ট): বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স: ৬১টি (সাধারণ ৩১, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৬)। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স: ১৩৮টি (সাধারণ ৬৯, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৩৮)। সশস্ত্র সীমা বল: ১৯টি (সাধারণ)। ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ: ৮টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। অসম রাইফেলস: ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)।

ডেপুটি কম্যান্ডান্ট পদে নিয়োগ করা হবে চিকিৎসাশাস্ত্রের এই সমস্ত শাখায়— মেডিসিন, সার্জারি, গাইনিকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স, অ্যানস্থেটিস্ট, রেডিওলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট, অপথ্যালমোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট, পেডিয়াট্রিক্স এবং অর্থোপেডিক্স।

বয়স: ৯-৭-২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন: ৬৭৭০০-২০৮৭০০টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.crpf.nic.in দরখাস্ত নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছতে হবে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে।

বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে দেখুন ওপরের ওয়েবসাইট।

৩১ টেকনিশিয়ান নিয়োগ

সিনিয়র কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স এস্টাবলিশমেন্ট টেকনিশিয়ান (সেমি স্কিল্ড) পদে ৩১ জন লোক নিয়োগ করা হবে। আইটিআই থেকে কাটিং অ্যান্ড সিউয়িং, এমব্রয়ডারি অ্যান্ড নিডল ওয়ার্ক, টেক্সটাইল ডিজাইনিং ও ড্রেস ডিজাইনিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স হতে হবে ২৯-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। পে ম্যাট্রিক্স ১৮০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩১টি (সাধারণ ১৭, ওবিসি ৮, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। প্রাক্তন সমরকর্মী ৩। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও টেকনিক্যাল প্রশ্ন। সফল হলে স্কিল টেস্ট ও প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে। তখন সঙ্গে দেবেন: ১) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৪০ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা ২৫x১০ সেমি মাপের ২টি খাম, ২) এখনকার তোলা ও নিজের প্রত্যয়িত করা ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (১ কপি ফর্মে, ১ কপি অ্যাডমিট কার্ডে ও ১ কপি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে)।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for the post of Technician Semi Skilled'। ২৯ জুনের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Senior Quality Assurance Officer, SQAE (GS), PO Box No.21. Sahajahanpur (UP)-242001.

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০১৭

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি

প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং, মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্টসহ মোট ১৬টি বিষয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল অব ভোকেশনাল স্টাডিজ। কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস থেকে ২ বছর। কোর্সগুলি করানো হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্টাডি সেন্টারগুলিতে।

কোর্সগুলি হল: ডিপ্লোমা ইন প্রি-প্রাইমারি টিচার্স এডুকেশন-মন্টেসরি (ডিপিটিই-এম): শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৮০০০ টাকা।

ডিপ্লোমা ইন ডিটিপি অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৬০০০ টাকা।

ডিপ্লোমা ইন এন্ট্রেপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্মল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট: শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক অথবা ব্যাচেলার প্রিপারেটরি কোর্স পাস। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৯০০০ টাকা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম: শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ১২০০০ টাকা।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স (সিভিক্স/ পলিটিক্যাল সায়েন্স/হিস্ট্রি/জিওগ্রাফি/ সোশিওলজি/ এডুকেশন) বা, ফিজিক্যাল সায়েন্স বা লাইফ সায়েন্সে স্নাতক অথবা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা বা এমবিবিএস বা বিএইচএমএস বা বিএএমএস বা বিইউএমএস। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ১৮০০০ টাকা।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ট্যাক্সেশন (জিএসটি-সহ): শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক অথবা আইনে স্নাতক, সিএ বা সিডব্লুএ-রাও আবেদনের যোগ্য। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৯০০০ টাকা।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রিটেল ম্যানেজমেন্ট: শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ১২০০০ টাকা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট: শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৮০০০ টাকা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট: শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৮০০০ টাকা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন হসপিটাল ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট : শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৩০,০০০ টাকা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন নিডল ওয়ার্ক অ্যান্ড নিটিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্স ফি ১৫,০০০ টাকা।

ডিপ্লোমা ইন সেফটি স্কিলস অ্যান্ড সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট: শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৫০০০ টাকা।

ভোকেশনাল কোর্সেস অন টেলরিং অ্যান্ড ড্রেস ডিজাইনিং: বেসিক কোর্স: শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক্লাস এইট। কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। কোর্স ফি ৩০০০ টাকা। অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স: শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্স ফি ৬০০০ টাকা। অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স: শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। কোর্সের মেয়াদ: ২ বছর। কোর্স ফি ২১০০০ টাকা।

সার্টিফিকেট ইন অর্গ্যানিক, এগ্রিকালচার অ্যান্ড হর্টিকালচার: শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। কোর্স ফি ৬০০০ টাকা।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। ফি-বাবদ ২০০ টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে সংশ্লিষ্ট স্টাডি সেন্টার থেকে। পাঠ্যক্রমের ফি ছাড়াও রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বার্ষিক উন্নয়ন ফি-বাবদ দিতে হবে ৩০০ টাকা।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন। কোর্স অনুসারে স্টাডি সেন্টারগুলির ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.wbnsou.ac.in

প্রতি সপ্তাহে চারপাতা জুড়ে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর 'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

ডাক বিভাগ ১৩ জন ড্রাইভার নিয়োগ করবে

ভারতীয় ডাক বিভাগের কলকাতা মেল মোটর সার্ভিসেস 'স্টাফ কার ড্রাইভার (অর্ডিনারি গ্রেড)' পদে ১৩ জন লোক নিয়োগ করা হবে। মাধ্যমিক পাসরা হালকা ও ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আর মোটর মেকানিজমের কাজে জ্ঞান থাকলে আবেদন করতে পারেন। হালকা ও ভারী গাড়ি চালানোর কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হোম গার্ড বা সিভিল ভলিন্টিয়ার্স হিসাবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৯০০ টাকা। শূন্যপদ :১৩টি (সাধারণ ৭, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)।

প্রার্থী বাছাই হবে ড্রাইভিং টেস্টের মাধ্যমে। দরখাস্ত করতে হবে সাদা কাগজে পুরো বায়োডাটা দিয়ে। সঙ্গে দিতে হবে: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ২) স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৩) এখনকার তোলা ও গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। দরখাস্ত পাঠাতে হবে রেজিস্ট্রি ডাকে বা স্পিড ডাকে। দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ২ আগস্টের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Senior Manager, Mail Motor Services, 139, Beleghata Road, Kolkata-15.

দরখাস্তের বয়ান: Application should be submitted giving the following bio-data.

1. Full name (In block letters)
2. Father's full name
3. Post applied for
4. Permanent Address
5. Address for Correspondence
6. Citizenship
7. Date of Birth
8. Age as on closing date of receipt of application
9. Community
10. Educational Qualification
11. Issue of Driving License details with Validity
12. Driving Experience period
13. Technical Qualification
14. Any other relevant information

কমান্ড হাসপাতালে ৪২ কর্মী নিয়োগ

পুনের কমান্ড হাসপাতাল চৌকিদার, বারবার, ট্রেডসম্যান মেট, ওয়ার্ড সহায়িকা, ওয়াশারম্যান, ম্যাসেঞ্জার, মালি ও সাগাইওয়ালা পদে ৪২ জন লোক নিয়োগ করা হবে।

মাধ্যমিক পাসরা চৌকিদার পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৭টি (সাধারণ)। মাধ্যমিক পাসরা বারবারের কাজে দক্ষতা থাকলে বারবার পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১।

মাধ্যমিক পাসরা ট্রেডসম্যান মেট পদের জন্যও যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)। মাধ্যমিক পাসরা ওয়ার্ড সহায়িকা পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ২০টি। সাধারণ ১২, ওবিসি ৫, তফসিলি জাতি ৩।

মাধ্যমিক পাসরা মিলিটারি বা সিভিলিয়ান পোশাক ধোলাইয়ের কাজে জ্ঞান থাকলে ওয়াশারম্যান পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১।

মাধ্যমিক পাসরা 'ম্যাসেঞ্জার' পদের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)।

মাধ্যমিক পাসরা 'মালি' পদের জন্য যোগ্য। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। শূন্যপদ: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

মাধ্যমিক পাসরা সাফাইওয়ালা পদের জন্য যোগ্য। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। শূন্যপদ: ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৮-৭-২০১৬-এর হিসাবে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। পে ম্যাট্রিক ১৮০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের।

দরখাস্ত করতে হবে সাদা কাগজে। তখন সঙ্গে দিতে হবে: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, ২) এখনকার তোলা ও আড়াআড়ি সই করা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে, ৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি খাম। দরখাস্ত পাঠাতে হবে রেজিস্ট্রি ডাকে।

৮ জুলাইয়ের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Commandant, Command Hospital(Southern Command), Pune-40.

ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ায় চাকরি

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং জুনিয়র আর্টিজান পদে ৪৭ জন কর্মী নিয়োগ করবে ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। এটি কেন্দ্রের অ্যাটমিক এনার্জি দফতরের অধীনস্থ একটি সংস্থা। প্রথমে ২ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। ভালো কাজের নিরিখে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি হতে পারে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক-ইন-সিলেকশনের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ হবে বেঙ্গালুরুতে, ২৫ জুন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২২/২০১৭।

শূন্যপদ: জুনিয়র আর্টিজন: ৩৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এনসিটিভিটি কর্তৃক কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক্স বা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড টিভি বা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা প্রোসেস ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ফিটার বা ডিজেল মেকানিক ট্রেডে আইটি আই কোর্স পাস। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-এ: ১২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০% নম্বরসহ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা প্রোসেস ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অপারেশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্সের কাজে ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: জুনিয়র আর্টিজন পদের ক্ষেত্রে ১১৭৬৪ টাকা এবং সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৩৩৫৬ টাকা।

সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট বা প্র্যাকটিকাল টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। ২৫ জুন, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর ব্রাঞ্চ অফিসে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.ecil.co.in আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের এক কপি ফোটো সেঁটে দেবেন। আবেদনপত্র পূরন করতে হবে যথাযথভাবে। সিলেকশনের দিন দরখাস্ত, প্রয়োজনীয় আসল নথি এবং নথিপত্রের এক কপি নকলসহ পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: ECIL Branch Office, No.1/1, 2nd floor, Jeeven Sampige, LIC Building, Sampige Road, Bengaluru-560003. বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

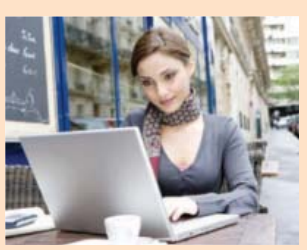

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০১৭

এয়ারফোর্সে ট্রেনিং দিয়ে নিয়োগ

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু তরুণ-তরুণী নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। গোর্খা প্রার্থীরা ৫ সেমি ছাড় পাবেন। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: উভয় চোখে ৬/৯, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-ওয়ান মানের হতে হবে। ভালো চোখে ৬/৬ এবং খারাপ চোখে ৬/১৮ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-থ্রি মানের হতে হবে।

ট্রেনিং শেষে সফল প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে বিভিন্ন শাখায়। তখন বেতন পাওয়া যাবে: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: AFCAT-02/2017.

প্রার্থী বাছাই করা হবে এয়ারফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষাটি হবে ২৭ আগস্ট। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। ২ ঘণ্টার এয়ারফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্টে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ভার্বাল এবিলিটি, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং মিলিটারি অ্যাপটিটিউড বিষয়ে। এর পরেই গ্রাউন্ড ডিউটি টেকনিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪৫ মিনিটের ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ টেস্ট হবে। গ্রাউন্ড ডিউটি নন-টেকনিক্যাল শাখার প্রার্থীদের এয়ারফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ টেস্ট, দুটি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে হবে। এরপর সফল প্রার্থীদের দু'পর্যায়ে পরীক্ষা নেবে এয়ারফোর্স সিলেকশন বোর্ড। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে অফিসার ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন এবং ডিসকাশন টেস্ট। এই পর্যায়ে ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফলদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা ৫ দিনের। ফ্লাইং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে থাকবে অতিরিক্ত কম্পিউটারাইজড পাইলট সিলেকশন সিস্টেম টেস্ট।

২৯ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.careerairforce.nic.in দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো আপলোড করতে হবে। প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখতে হবে পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ডাকযোগে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরেট অব ডিসট্যান্স এডুকেশনে ২ বছরের এম এ, এম এস সি ও এম কম কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে।

এমএ কোর্স পড়ানো হবে কোন কোন বিষয়ে: বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংস্কৃত। যে-বিষয়ে এমএ পড়তে চান, সেই বিষয়ের অনার্স/স্পেশাল অনার্স কোর্স/ ৩ বছরের পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যাঁরা এমএ পাস করেছেন তাঁরা অন্য যে কোনও বিষয়ে এম এ করার জন্যও আবেদন করতে পারেন।

এমএসসি কোর্স পড়ানো হবে এই সব বিষয়ে: ক) ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি, জুলজি, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স ও ভূগোল (এমএ/এমএসসি)। ওইসব বিষয়ের অনার্স, মেজর বা স্পেশাল অনার্স কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন।

খ) অনার্স গ্র্যাজুয়েট/মেজর বিষয়/স্পেশাল অনার্স/৩ বছরের সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটেরা এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের এমএসসি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। অর্থনীতি ও ভূগোল বিষয় নিয়ে সায়েন্স শাখার ৩ বছরের পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটেরাও যোগ্য। অনার্স থাকলে সরাসরি ভর্তির সুযোগ পাবেন।

এমকম কোর্স পড়ানো হবে কমার্স বিষয়ে। কমার্সের অনার্স, মেজর বা স্পেশাল অনার্স কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কমার্সের ৩ বছরের জেনারেল বা পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটেরাও যোগ্য। ওপরের সব কোর্সের বেলায় আরও শিক্ষাগত যোগ্যতার খবর বিস্তারিতভাবে প্রোসপেক্টাস থেকে পাবেন।

এমএ (বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংস্কৃত) কোর্সে ৪৫০০ টাকা। এম.কম কোর্সে ৪৫০০ টাকা। এমএসসি (এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স) ২০৩৫০ টাকা। এম.এসসি (জুলজি, বটানি, ভূগোল) বিষয়ে ২০৩৫০ টাকা। এমএসসি (ফিজিক্স) বিষয়ে ১৯৭৫০ টাকা। এম.এসসি (অ্যাপ্লায়েড ম্যাথ) ১২৭৫০ টাকা। এম.এসসি (কেমিস্ট্রি) ২২২৫০ টাকা।

দরখাস্তের ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস ডাউনলোড করতে পারবেন dde.vidyasagar.ac.in ওয়েবসাইট থেকে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: ১) যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, ২) ৩৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। 'Directorate of Distance Education, Vidyasagar University'-এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'Midnapore', এছাড়াও টাকা নগদে বা চালানেও জমা দিতে পারবেন। চালানে জমা দিলে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ব্রাঞ্চে জমা দিতে হবে। ভর্তি চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ঠিকানায়: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ডিরেক্টরেট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন, মেদিনীপুর -৭২১১০২।

জুট টেকনোলজির কোর্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি বিভাগ জুট টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ২ বছরের কোর্স। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, কম্পিউটার, বটানি, এগ্রিকালচার, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিষয় নিয়ে বিএসসি পাস বা জিওগ্রাফি/ ইকোনমিক্স নিয়ে বিএসসি পাস বা বিসিএ / বিবিএ বা ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় বিটেক পাস বা কম্পিউটার/ ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইকোনমিক্স ও বিজনেস ম্যাথমেটিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স বিষয় নিয়ে বিকম পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারেন।

সিট: ৬০টি। প্রার্থী বাছাই করা হবে কমন অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ২১ জুলাই বেলা ১২ টায়। ভর্তি নেওয়া হবে ২৫-৩১ জুলাই পর্যন্ত। ক্লাস শুরু ১ আগস্ট থেকে। পড়ানো হবে ৪টি সেমেস্টারে। প্রথম সেমেস্টারের ফি ৫৫৩০ টাকা। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ প্রতিটি সেমেস্টারের ফি ৫০০০ টাকা। কোর্স শেষে কাজের ক্ষেত্রে সাহায্য করা হবে ও সেই সঙ্গে স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে।

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান পাওয়া যাবে www.caluniv.ac.in/www.ijtindia.org ওয়েবসাইটে। পূরণ করা দরখাস্ত জমা দিতে হবে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে এই ঠিকানায়: Department of Jute and Fiber Technology, Institute of Jute Technology, University of Calcutta, 35, Ballygunge Circulor Road, Kolkata-700019.

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপে পেশাদার কোর্স

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অব ইনস্টিটিউট একগুচ্ছ পেশাদার কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। কোর্সগুলি হল: এমবিএ, ট্রাভেল ও ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট, বিএসসি (বায়োটেকনোলজি ও মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স), এমএসসি (মিডিয়া সায়েন্স, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি), এমসিএ, বিবিএ, বিসিএ, বিটেক, পলিটেকনিক (সিভিল, মেকানিক্যাল, আর্কিটেকচার, ইইটিসিই, সিএসটি, সিএসই)। কলেজ ক্যাম্পাস সোনারপুর ও ব্যারাকপুরে। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অব ইনস্টিটিউট, সোনারপুর।

কৃষিবিজ্ঞানের কোর্স

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৭-'১৮ সেশনে এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচারের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ৪ বছরের কোর্স। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার ও ইলেক্টিভ বিষয় হিসাবে ওপরের কম্বিনেশন নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে উচ্চমাধ্যমিকে ৬০% নম্বর থাকতে হবে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০%। বয়স হতে হবে ১-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে অন্তত ১৬ বছর। আবেদন ফি, জেনারেল ও ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা ও তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১২৫ টাকা। ফি অনলাইন ও অফলাইন দুইভাবেই দেওয়া যাবে। আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ubkv.ac.in.

সিমেন্ট টেকনোলজির কোর্স

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিমেন্ট অ্যান্ড বিল্ডিং মেটেরিয়ালস সিমেন্ট টেকনোলজির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। কোর্সটি এআইসিটিই অনুমোদিত। মেয়াদ ১ বছর। গড়ে ৬০% নম্বর পেয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিই/বিটেক কোর্স পাস অথবা কেমিস্ট্রি নিয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.ncbindia.com. ফি-বাবদ আরটিজিএস বা এনইএফটি-এর মাধ্যমে দিতে হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১২৫ টাকা।

যাবতীয় যোগ্যতার প্রমাণপত্র সহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Head, Centre for Continuing Education Services, National Council for Cement and Building Materials, 34 K M Stone, Delhi-Mathura Road, Ballabgarh-121004, Faridabad, Haryana.

প্যারামেডিক্যাল ডিগ্রি কোর্স

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজির ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। পড়ানো হবে পারফিউশন টেকনোলজি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি ও অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। কোর্স ফি প্রতি বছর ১৫,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে। আবেদন করতে হবে নির্ধারিত বয়ানে। ফর্ম পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়: অধ্যক্ষ, আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল, ১ ক্ষুদিরাম বোস সরণী, কলকাতা-৭০০০০৪। ফি-বাবদ দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ২০০ টাকা। ড্রাফট পাঠাবেন Principal, RGKM College A/C, General Fund-এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট Kolkata. নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা দেওয়া হবে ৭ জুলাই। পূরণ করা দরখাস্ত জমা দিতে হবে ২৪ জুনের মধ্যে।

সমাজসেবার কোর্স

সোশ্যাল ওয়ার্ক ও কমিউনিটি সার্ভিসের ৬ মাসের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (বেঙ্গল)-এর স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিটি সার্ভিস। মাধ্যমিক পাস হলেই ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। ক্লাস হবে শনি ও রবিবার, দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। কোর্স শুরু হবে আগস্ট মাসে।

একটি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। ইন্টারভিউ আয়োজিত হবে ২ জুলাই। ফি ১৫০০ টাকা। সোম থেকে শনি বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে: দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (বেঙ্গল), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, কলকাতা-৭০০০৩২।

সৌরসরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের কোর্স

সৌরশক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া, সৌর প্যানেল ও অন্যান্য সৌর সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)। প্রশিক্ষণ কোর্সটির নাম: সূর্যশক্তি স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। ৬ সপ্তাহের কোর্স। উচ্চমাধ্যমিক ও আইটিআই পাস প্রার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে অন্তত ১৮ বছর। ক্লাস শনি ও রবিবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টে। থাকবে ওয়ার্কশপ পরিদর্শন। প্রশিক্ষিতরা সার্টিফিকেট পাবেন। কোর্স ফি ৩০০০ টাকা।

আগ্রহীরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৫ জুলাই পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে। ঠিকানা: অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া), আই এ -১১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯৭।